বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

বিচার বিভাগীয় সম্মেলনে - ২০১২

বিচার বিভাগীয় সম্মেলনে বাংলাদেশের সকল জেলা জজ/মহানগর দায়রা জজ ও জেলা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণ

আসসালামু-আলাইকুম/শুভ সকাল।

উপস্থিত জেলা জজ/মহানগর দায়রা জজ ও সমপর্যায়ের বিচারকবৃন্দ।

এ বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে বিচার বিভাগীয় সম্মেলন করতে পেরে আমি মহান করুণাময় আল্লাহ্ দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আমি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ববোধ থেকে আপনাদেরকে আজকের এই দিনে ডেকেছি এই জন্য যে আপনারা যারা জেলা পর্যায়ে বিচার প্রশাসনের প্রধান হিসেবে নিয়োজিত আছেন বা সম পদ মর্যাদা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন তারা জেলা পর্যায়ে বিচারসহ বিচার প্রশাসন কিভাবে চালাচ্ছেন, আপনারা যে যেখানে কর্মরত আছেন সেখানে কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং সমস্যা উত্তরণের কি কি ধরণের পদক্ষেপ নেয়া যায় সে সম্পর্কে আপনাদের সাথে খোলাখুলি মতবিনিময় করা এবং প্রয়োজনীয় দিক্ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা।

এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের সামনে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থাপন করতে চাই:-

(১) আমি প্রথমত বলতে চাই যে জেলা পর্যায়ে একজন জেলা জজ হলেন সে জেলার প্রধান বিচারক। জেলার প্রধান বিচারক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। একজন জেলা জজ শুধু তাঁর নিজের আদালতেই নয়, তাঁর অধীনস্থ অধঃস্তন আদালতসমূহের বিচারকার্য কিভাবে চলছে তার সার্বক্ষণিক তদারকি ও মনিটর করবেন। জেলা জজ নিজের আদালতসহ তার অধীনস্থ আদালতসমূহের বহু পুরাতন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিক্ নির্দেশনা দিবেন। প্রয়োজনে অধীনস্থ বিচারকদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার অবসর সময়ে মতবিনিময় করবেন এবং পুরাতন মামলা/মোকদ্দমাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় দিক্ নির্দেশনা ও পরামর্শ দিবেন। এ ছাড়া জেলা জজ তার সংশ্লিষ্ট জেলা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী এবং মহানগর দায়রা জজ তাঁর সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসীর ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে অবসর সময়ে মতবিনিময় করে তাদেরকে মামলা/মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক্ নির্দেশনা ও পরামর্শ দিবেন। জেলা জজ পদমর্যাদার অন্যান্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণও তাদের নিজ নিজ আদালত/ট্রাইব্যুনালের পুরাতন মামলা/মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিষয়ে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। যে সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বিভিন্ন বিভাগে পেষনে নিয়োজিত আছেন তাদেরকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে তাদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে । এক জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা

যেখানেই কর্মরত থাকুন না কেন তিনি যে একজন বিচারক/ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা সে বিষয়টি সবসময় মনে রেখে বিচার বিভাগের স্বার্থ ও মান -সম্মান যাতে ক্ষুন্ন না হয় সে দিকে অবশ্যই যত্নবান হবেন। ইদানিং এ বিষয়ে কিছুকিছু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে যা মোটেই কাম্য নয় এবং তা কোন অজুহাতে মার্জনা করা হবে না।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট জমে থাকা বহু পুরোনো মামলা/মোকদ্দমা নিস্পত্তির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য প্রথমত পুরাতন মামলাসমূহ শ্রেণী বিন্যাস করত তালিকা ভুক্ত করে বেশ কয়েকটি দ্বৈত ও একক বেঞ্চে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দেখা গেছে যে, এ উদ্যোগ বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। এতে পুরোনো মামলাগুলো নিস্পত্তি হচ্ছে, পুরোনো মামলার জট কমে যাচ্ছে, নিম্ন আদালতে স্থগিতকৃত মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিচার প্রার্থী জনগণ যারা মামলা নিস্পত্তির জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষা করছিলেন তাদের ভোগান্তি ও হয়রানি অনেকাংশেই কমে যাচ্ছে। আপনার জেলা জজ/মহানগর দায়রা জজ ও সমপর্যায়ের বিচারকবৃন্দ এ রকম বিশেষ উদ্যোগ নিলে পুরোনো মামলার যেমন নিস্পত্তি হবে তেমনি বিচারপ্রার্থী জনগণের ভোগান্তি ও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে।

(২) অধঃস্তন আদালতসমূহের বিচার কর্ম শুরু ও সমাপ্তির সময়সূচীঃ

সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিন ব্যতিত প্রতি কর্ম দিবসে অধঃস্তন আদালতসমূহ সকাল ৯.৩০ থেকে বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত (মধ্যাহ্ন বিরতীসহ যা ৪৫ মিনিটের বেশি হবেনা) বিচার আসনে বসার নির্দেশনা রয়েছে [Cr. R.O Vol. 1 Rule No. 3(1) & (2)]। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অধঃস্তন আদালতের বিচারকগণের কেউ কেউ তা অনুসরণ করেন না। জেলা ও দায়রা জজ/মহানগর দায়রা জজ এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও অন্যান্য অধস্তন বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ আদালতের পূর্ণাঙ্গ সময়টুকু বিচার ও শুনানীর কাজে লাগালে শুধু মামলা/মোকদ্দমার নিস্পতির হারই বৃদ্ধি পাবেনা, মামলার জট কমবে, তাতে বিচারপ্রার্থী জনগণও উপকৃত হবেন এবং দীর্ঘ হয়রানি থেকে মুক্তি পাবেন।

আদালতের পুরু সময় ব্যবহারের জন্য ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে আপনাদের কাছে আমি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছি। আশাকরি আপনারা তা যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হবেন।

(৩) জেলা জজ ও তাঁর অধঃস্তন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ও ম্যাজিস্ট্রেটগণের ঘনঘন কর্মস্থল ত্যাগঃ

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের কর্মস্থল ত্যাগের জন্য নির্ধারিত নিয়ম কানুন আছে সেজন্য জেলা জজ থেকে শুরু করে তাঁর অধঃস্তন বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিভিন্ন অজুহাতে ঘনঘন কর্মস্থল যাতে ত্যাগ না করে থাকেন যা নিয়মিত রুটিন হিসেবে না দাড়িয়ে যায় সে দিকে দৃষ্টি দেবেন । বিশেষ করে শুক্র ও শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন বৃহস্পতিবারে কোর্ট ও অফিস সময় শেষ হওয়ার আগেই কেউ কেউ যাতে কর্মস্থল ত্যাগ না করেন এবং রবিবার অফিস ও

কোর্টের সময় শুরু হওয়ার অনেক পরে কর্মস্থলে না ফিরে সেদিকে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন । উক্ত ব্যতিক্রমধর্মী আচরন মোটেই প্রত্যাশিত নয়।

এ ধরনের প্রবণতা রোধের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট থেকে বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। [সর্বশেষ সার্কুলার নম্বর ৫ তারিখ ২৮/০৫/২০১২] আমি আশা করছি জেলা জজ ও তার অধঃস্তন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্মন্ধে সচেতন থাকবেন। এটি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় আমাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

<u>(৪) জেলা জজ ও জেলা জজ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের ছুটি ভোগঃ</u>

জেলা জজ ও সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ কোন কারণ বা প্রয়োজনে নৈমিত্তিক ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তাঁরা ছুটির বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারকে যথাসময়ে অবহিত করার নির্দেশনা রয়েছে। এজন্য বিভিন্ন সময়ে সুপ্রীম কোর্ট থেকে সার্কুলার ও অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশের ব্যত্যয় ঘটিয়ে জেলাজজ ও তার সমপর্যায়ের বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্মস্থল ত্যাগ করবেন না। কোন ভাবে উক্ত নির্দেশের ব্যাত্যয় ঘটলে আমি কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবো।

জেলা জজ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নৈমিত্তিক ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির জন্য কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যাতে অফিস ছুটির আগে কর্মস্থল না ত্যাগ করেন ও ছুটি ভোগ শেষে কর্মদিবসে বিলম্বে অফিসে না যোগদান করেন সেটাই আমার প্রত্যাশা। জেলা জজগণ উক্ত বিষয়ে নজরদারি রাখবেন ও মনিটর করবেন। অর্থাৎ যথাসময়ে কর্মস্থল ত্যাগ ও কর্মস্থলে যোগদানের বিষয়ে অবশ্যই জেলা জজকে নজর দিতে হবে। অন্যথায় আমি কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবো।

<u>(৫) জেলা জজ ছুটিতে গেলে তাঁর অবর্তমানে দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গেঃ</u>

জেলা ও দায়রা জজ কোন কারণে ছুটিতে গেলে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্বে রাখেন। কোন জেলায় অতিরিক্ত জেলা জজ না থাকলে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্বে রাখেন। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন জেলা ও দায়রা জজ তাঁর আদালতের ফৌজদারী সংক্রান্ত জরুরী দরখাস্তসমূহ শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭ এ(২) ধারায় ক্ষমতা অর্পণ করেন না। এর ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিভ্রান্তিতে পড়েন। এটা যাতে না হয় সেজন্য জেলা জজগণ সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

যে সকল জেলায় সাময়িকভাবে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ নেই, সে সকল জেলার জেলা জজ ছুটিতে গেলে তাঁর আদালতের ফৌজদারী সংক্রান্ত জরুরী দরখাস্তসমূহ শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবেন এবং এজন্য সুপ্রীম কোর্ট থেকে সার্কুলার জারী করা হয়েছে (সার্কুলার নং ১৬ তারিখ ০২/০২/২০১০ খ্রিঃ)।

কোন জেলা জজ তিনি যে জেলায় কর্মরত আছেন সে জেলায় সাময়িকভাবে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ না থাকিলে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই দায়িত্বে রেখে জেলা ও দায়রা জজ ছুটিতে চলে যাবেন। কোন অবস্থায়ই একজন সিনিয়র সহকারী জজ এমনকি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্বে রেখে জেলা ও দায়রা জজ ছুটিতে যাবেন না।এর ব্যত্যয় সম্পূর্ণ বে-আইনী ও সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশাবলীর সুস্পষ্ট লংঘন। অনুরূপভাবে জেলা জজদের অবর্তমানে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ বা যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ যিনিই দায়িত্বে থাকেন, তিনিও একজন সহকারী জজকে দায়িত্বে রেখে ছুটিতে চলে যাবেন না। এধরনের আচরণ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং জেলা জজকেই এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

<u>(৬) বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রসঙ্গেঃ</u>

জেলা জজ তাঁর জজশীপের সকল কর্মকর্তাদের বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রদান করে থাকেন। এছাড়া চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটেরও বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন দিয়ে থাকেন। উক্ত বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রদানের ক্ষেত্রে ~~অনেক~~ সকল জেলা জজই জজশীপের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে C.R.O এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে Cr. R.O অবশ্যই অনুসরন করবেন। এক জন জেলা জজ তার অধীনস্ত কোন কর্মকর্তার বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রদানকালে খুবই সর্তকর্তার সহিত শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক বিরূপ মন্তব্য করবেন। অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া কোন অধঃস্তন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিরুপ মন্তব্য করা আদৌ সমীচীন নয়। একজন অধীনস্ত বিচারক অবশ্যই তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী জেলা জজের কাছ থেকে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন। এ বিষয়ে প্রতি জেলা জজগণ অধিকতর সর্তকর্তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করবেন, এটিই আমার নির্দেশ।

<u>(৭) বিচার প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়নের জন্য তদারকি ও মনিটরিং বাড়ানোঃ</u>

জেলা জজকে শুধুমাত্র বিচারকার্যে নজর দিলেই হবে না, তাকে বিচার প্রশাসনও দেখতে হবে। জজশীপের প্রতিটি শাখা/বিভাগ কিভাবে চলছে, শাখায় কর্মরত কর্মচারীগণ ঠিকঠাকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন কিনা এবং শাখার ভারপ্রাপ্ত বিচারক তদারক করছেন কিনা সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। দেখা যায় যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট থেকে অধঃস্তন আদালতসমূহে যখন কোন সমন, নোটিশ, পরোয়ানা ইত্যাদি জারীর জন্য পাঠানো হয়, সেগুলো যথাসময়ে জারী হয়ে রিপোর্টসহ ফেরত আসে না। সুপ্রীম কোর্ট থেকে যখন কোন নথি তলব দেয়া হয় সেগুলো সময়মত নিম্ন আদালত থেকে প্রেরণ করা হয় না, এমনকি তাগিদ দেয়ার পরও নথি প্রেরণ করা হয় না। এটা চলতে দেয়া যায় না। সময়মত সমন/নোটিশ জারী করে প্রতিবেদন প্রেরণ না করা ও নথি প্রেরণ না করার কারণে উচ্চ আদালতে মামলার জট বাঁধার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। কাজেই উচ্চ আদালত থেকে তলবকৃত নথি ও সমন/নোটিশ যথাসময়ে রিপোর্টসহ প্রেরণ করার ব্যাপারে জেলা জজের ব্যক্তিগত তদারকি বাড়াতে হবে। যেসব কর্মচারী দায়িত্বে অবহেলা করবেন তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এতে যেন অন্যথা না হয়।

(৮) জেলা জজ তার জজশীপে জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আইনগত সহায়তার বিষয়ে বিচার প্রার্থী জনগণকে অবগত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৯) জেলা জজদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক জজশীপে বিচার কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বার ও বেঞ্চের মধ্যে সৌহার্দ পূর্ণ সম্পর্ক অত্যন্ত আবশ্যক। সে লক্ষে প্রত্যেক জেলা জজ কে বার ও বেঞ্চের মধ্যে সু-সম্পর্ক রক্ষার জন্যে সচেষ্ঠ হতে হবে। দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে কতিপয় জেলা জজগণের সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের অভাবে ইদানিং কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা কয়েকটি জজশীপে ও মেজিষ্ট্রেসিতে ঘটেছে যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সব ঘটনায় আমি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে খুবই ব্যথিত হয়েছি। আমি আশা করব এখন থেকে প্রত্যেক জেলা জজ নিজস্ব জজশীপে অপ্রতাশিত ঘটনা যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সচেতন থাকবেন। আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিচার বিভাগ জনগণের শেষ আশ্রয়স্থল। যুগ যুগ ধরে জনগণ বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে বিচার বিভাগকে অন্যান্য বিভাগ থেকে আলাদা মর্যাদায় সমাসীন করেছেন। আমি বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আপনাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে নৈতিকতা সম্পর্কে যেসব কথা বলে থাকি, সেগুলো যদি আপনারা গ্রহণ না করতে পারেন, তাহলে আমার দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু থাকবে না। আমি মনেকরি এখনো বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের যে আস্থা ও বিশ্বাস আছে, তাকে ভুলুণ্ঠিত হতে দেয়া যায় না। আমি আপনাদেরকে দেখতে চাই সৎ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হিসেবে। আপনারা হবেন প্রাজ্ঞ ও নিয়মনিষ্ঠ, বিচারকার্যে থাকবেন সম্পূর্ন নিরপেক্ষ, আপনাদের চরিত্র হবে দৃঢ় ও নির্ভীক এবং জনগণ আপনাদের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশা করে।

(১০) আমি আপনাদের সন্মুখে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় উপস্থাপন করতে চাই। সাংবিধানিক বিদ্যমান বিধান ও সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের মাজদার হোসেন মামলার রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধধান ও নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সুপ্রীম কোর্টের অধীন বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে সরকার সর্বাত্তক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা আশা করছি অতি শীঘ্রই বিচার বিভাগের সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করে আমরা সুপ্রীম কোর্ট থেকে আইন ও সংবিধান অনুযায়ী আমাদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবো। এ বিষয়ে সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব অবস্থান থেকে যথাযথ কাজ করে যাবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা। এ বিষয়ে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই।

আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।